গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
ইমেইলঃ bdcoronasaver@gmail.com

মুজিব বর্ষে স্বাস্থ্যখাত
এগিয়ে যাবে অনেক ধাপ

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত পরিস্থিতি

তারিখ: ১৯ এপ্রিল, ২০২০
৬ই বৈশাখ, ১৪২৭
২৪শে শাবান, ১৪৪১

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আজকের স্বাস্থ্য বুলেটিন

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনা বিষয়ক নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনের অংশ হিসেবে আজ দুপুর ২.৩০ টায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত-মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডাঃ নাসিমা সুলতানা এর পরিচালনায় অনলাইন প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, জনাব জাহিদ মালেক, এমপি মহোদয়** ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে **ব্রিফিং-এ অংশ নেন। ব্রিফিং-এ আরও উপস্থিত ছিলেন** পরিচালক, এম আই এস এন্ড লাইন ডাইরেক্টর এইচআইএস এন্ড ইহেলথ, ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান।

ব্রিফিং এ **মাননীয় মন্ত্রী, জনাব জাহিদ মালেক, এমপি মহোদয়** দেশের এবং বিশ্বের কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বর্ণনা করেন এবং লকডাউন যথাযথাভাবে মেনে না চলার কারণে কমিউনিটি ট্রান্সমিউশন হচ্ছে বলে জানান। তিনি বেশি বেশি পরীক্ষা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং আক্রান্তের সংখ্যা কমাতে জনগনকে ঘরে থেকে স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মেনে চলার আহ্বান জানান।

অধ্যাপক ডাঃ নাসিমা সুলতানা ব্রিফিং এ কোভিড-১৯ সংক্রান্ত অন্য সকল তথ্য উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, বৈশ্বিক কোভিড-১৯ দূর্যোগে করোনার হাত থেকে দেশের ১৭কোটি মানুষকে বাঁচাতে এবং এ যুদ্ধের সকল সম্মুখ যোদ্ধাকে নিরাপদ রাখতে সর্বোচ্চ সততা, নিষ্ঠা এবং ক্ষিপ্রতা নিয়ে সারাদেশে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে সারাদেশের সকল স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপককে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাওয়ার জন্য কঠোর নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি কারো ইচ্ছাকৃত ভুল ও অসততা প্রমাণিত হয় তার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকেই বহন করতে হবে। একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরিপের তথ্য গণমাধ্যমসূত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী নিয়ে মতামত সম্পর্কে টেলিফোনের মাধ্যমে পরিচালিত এই জরীপটির পদ্ধতি ও বিস্তারিত ফলাফল এখনও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানতে পারেনি। প্রতিটি সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক পিপিই সরবরাহ করা হয়েছে। সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করেই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ক্রয় সম্পন্ন করে। যে সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান অনুদানসূত্রে অন্যান্য উৎস থেকে পিপিই গ্রহণ করেছেন এবং করছেন তা সতর্কতার সাথে মান যাচাই পূর্বক গ্রহণ ও যথাযথ ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

দেশের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় বহু বছর ধরেই বিভিন্ন কর্মসূচী পালিত হয়। প্রতিটি বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়েই সুসংগঠিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রেপিড রেসপন্স টিম রয়েছে। চীনে কোভিড-১৯ দূর্যোগ শুরু হওয়ার পরপরই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা থেকে রেপিড রেসপন্স টিমের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের এবিষয়ে রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাছাড়া অনলাইনেও সংশ্লিষ্টদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কোভিড-১৯ সংক্রান্ত চিকিৎসা, সংক্রমণ প্রতিরোধ, পিপিই এর যৌক্তিক ব্যবহারসহ মোট ২৩(তেইশ)টি গাইডলাইন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে দেয়া আছে।

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ পরীক্ষা ও সনাক্তকৃত রোগী

পরীক্ষাকৃত		সনাক্ত		মৃত্যু		এপর্যন্ত সুস্থ	চিকিৎসাধীন
গত ২৪ ঘণ্টায়	এপর্যন্ত	গত ২৪ ঘণ্টায়	এপর্যন্ত	গত ২৪ ঘণ্টায়	এপর্যন্ত	৭৫	২,২৯০
২,৬৩৪	২৩,৮২৫	৩১২	২,৪৫৬	৭	৯১		

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক নমুনা সংগ্রহ ও সম্পাদিত পরীক্ষার তথ্যাদিঃ

প্রতিষ্ঠান		কোভিড-১৯ পরীক্ষা		
		নমুনা সংগ্রহ (২৪ ঘণ্টা)	পরীক্ষা (পূর্বের নমুনা সহ) (২৪ ঘণ্টা)	সর্বমোট
ঢাকায়	১) আর্মড ফোর্সেস ইন্সটিটিউট অব প্যাথলজি	৭৬	৭৬	৬৯৮
	২) বিএসএমএমইউ	১৮৫	১৮৫	১১৯৮
	৩) চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশন ও ঢাকা শিশু হাসপাতাল	৩৬৭	৩৬৭	১৫৩০
	৪) ঢাকা মেডিকেল কলেজ	১০৪	১০৪	৬৯৭
	৫) আইসিডিডিআরবি	১৮২	০	১২৫৪
	৬) আইদেশী	১৯৮	১৯৮	১০৩০
	৭) এনপিএমএল - আইপিএইচ	১৯৮	১৯৮	১৯০৮
	৮) আইইডিসিআর	৪৬২	৪৬২	৬০৯০
	৯) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার	৩০১	৩০১	২২৫৩
	১০) মুগদা মেডিকেল কলেজ	৪	৪	৭৫
ঢাকার ভিতরে মোট		২,০৭৭	১,৮৯৫	১৬,৭৩৩
ঢাকার বাইরে	১) বিআইটিআইডি	১২২	১২২	১,৩৩৮
	২) কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ	১৩	১৩	৩৪৩
	৩) ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ	১৬৮	১৬৮	১,৬২৮
	৪) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ	৮৪	৮৪	৮২৯
	৫) রংপুর মেডিকেল কলেজ	৯১	৯১	১,২০০
	৬)সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ	১৪	৮১	৮৬৭
	৭) খুলনা মেডিকেল কলেজ	৯৬	৯৬	৬০৬
	৮)শের-এ-বাংলা মেডিকেল কলেজ	৩৯	৩৯	২২৩
	৯) যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৫	৪৫	৫৮
ঢাকার বাইরে মোট		৬৭২	৭৩৯	৭,০৯২
সর্বমোট		২,৭৪৯	২,৬৩৪	২৩,৮২৫

লজিস্টিক মজুদ এবং সরবরাহ সম্পর্কিত তথ্য (১৯-০৪-২০২০ সকাল ৮:০০টা পর্যন্ত) (সূত্রঃ সিএমএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর)

সরঞ্জামের নাম	মোট সংগ্রহ	মোট বিতরণ	বর্তমান মজুদ
পিপিই (PPE)	১৪,৬৩,৮৪০	১০,৮০,০৬৯	৩,৮৩,৭৭১

কোয়ারেন্টাইন সম্পর্কিত তথ্য (সূত্রঃ হেল্থ ইমারজেন্সি এন্ড অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর)

স্থান	গত ২৪ ঘন্টায় (১৮ এপ্রিল সকাল ৮:০০ থেকে ১৯ এপ্রিল সকাল ৮:০০)		এপর্যন্ত		বর্তমানে মোট কোয়ারেন্টাইন
	কোয়ারেন্টাইন	ছাড়	কোয়ারেন্টাইন	ছাড়	
হোম কোয়ারেন্টাইন	৩,৮৯২	১,৪৮৪	১,১৮,৮১৭	৭২,১২২	**৪৬,৬৯৫**
হাসপাতাল ও অন্যান্য কোয়ারেন্টাইন	৪৭৯	৯০	৫,৩১৮	৮৪৫	**৪,৪৭৩**
সর্বমোট	৪,৩৭১	১,৫৭৪	১,২৪,১৩৫	৭২,৯৬৭	**৫১,১৬৮**

- **সারাদেশে ৬৪ জেলার সকল উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে-৫০৭ টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষনিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে-২৭,৬৪৫ জনকে।**

প্রাতিষ্ঠানিক আইসোলেশন সম্পর্কিত তথ্য (সূত্রঃ আইইডিসিআর)

গত ২৪ ঘন্টায় আইসোলেশন (১৮ এপ্রিল দুপুর ১২:০০ থেকে ১৯ এপ্রিল দুপুর ১২:০০)	বর্তমানে আইসোলেশনে রয়েছেন
৫২	৬৪০

মোবাইল ফোনে কোভিড-১৯ এর সেবা প্রদান (সূত্রঃ এমআইএস/আইইডিসিআর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর)

হটলাইন	গত ২৪ ঘন্টা	এপর্যন্ত সর্বমোট
১৬২৬৩ (স্বাস্থ্য বাতায়ন)	৫৯,০৭২	২০,৪৮,১৭৪
৩৩৩	৩৫,৮২৫	৬,৩০,০১৮
আইইডিসিআর (১০৬৫৫; ০১৯৪৪৩৩৩২২২)	৩,০৪১	১,৪২,১৫৬
মোট ফোন কলের সংখ্যা	**৯৭,৯৩৮**	**২৮,২০,৩৪৮**

স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে করোনাভাইরাস সংক্রমণ সংক্রান্ত তথ্য ও চিকিৎসাসেবা প্রদানে হটলাইনে যুক্ত চিকিৎসক সংখ্যা (১৯-০৪-২০২০ সকাল ০৮:০০টা পর্যন্ত): ৩,৯৬৪।

কোভিড-১৯ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ও হাসপাতাল সংক্রমণ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশিক্ষনঃ (১৯-০৪-২০২০ সকাল ০৮:০০ ঘটিকা পর্যন্ত)

চিকিৎসক	নার্স
৩,৬২৫	**১,৩১৪**

বিমান/সমুদ্র/স্থল বন্দর ও রেল স্টেশনে বিদেশ হতে আগত যাত্রীদের স্ক্রিনিং সম্পর্কিত তথ্য (সূত্রঃ হেল্থ ইমারজেন্সি এন্ড অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর)

বিমান/সমুদ্র/স্থল বন্দর ও রেল স্টেশন	গত ২৪ ঘন্টা	এপর্যন্ত সর্বমোট
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সমূহ	১১	৩,২২,৯৬২
স্থলবন্দর সমূহ	৮৩	৩,২৭,৪৮৮
সমুদ্রবন্দর সমূহ	৭৯	১৪,০৯১
ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশন	০০	৭,০২৯
মোট স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা	১৭৩	৬,৭১,৫৭০

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক করোনাভাইরাস (COVID-19) প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে তৈরিকৃত গাইডলাইনঃ
এ পর্যন্ত ২৩টি গাইডলাইন এবং ১১টি জনসচেতনতামুলক উপকরণ (IEC / BCC) প্রস্তুত করা হয়েছে।
গাইডলাইনসমূহ পাওয়া যাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর ওয়েব সাইটেঃ www.dghs.gov.bd অথবা www.corona.gov.bd

বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক করোনা পরিস্থিতি (সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা – Situation Report 89, April 18)

	গত ২৪ ঘন্টা		এপর্যন্ত সর্বমোট	
	সনাক্ত	মৃত্যু	সনাক্ত	মৃত্যু
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	১,৭৩১	৮৩	২৫,২৯১	১,১৩৪
সারা বিশ্ব	৮৫,৬৭৮	৬,৭১০	২১,৬০,২০৭	১,৪৬,০৮৮

২৯/০৪/২০২০

অধ্যাপক ডাঃ নাসিমা সুলতানা
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর